মহাশূন্যে
গোলাম রসুন

দুর কবরের ধারে সন্ধ্যা তারা
যেন বাতি দিচ্ছে মা

আকাশ গণনা করছে দরবেশ

মহাশূন্যে
লাঠি ঠুকছে পাখি
শিশির পড়ছে

মৌন খবরের ভেতরে কোলাহল হচ্ছিলো
অবাস্তব তারা জ্বলছে
ক্ষুধা অন্নের তীক্ষ্ণতা ঝরে
সংগীতের কোল ঘেঁসে বৃষ্টি নামালো

জল ঝরে ঝরে কাঁপে

এইভাবে আকাশ খয়রাত করে তারা
ফকির কুড়িয়ে নিতে নিতে ঝরণার ধারে যায়

দূর কবরের ধারে অজস্র তারা জ্বলে
আকাশ ওখানে প্রবল হয়ে আছে বলে

অভিকর্ষক
শঙ্খশুভ্র দে বিশ্বাস

দীর্ঘ ডালের ওপরে বসে থাকা স্পর্ধা
মাটিকেও ভয় পায়

আপাতদৃষ্টিতে
মাটির চাঞ্চল্য দেখা যায় না

যারা দেখতে পায়
মাটির আশ্রয়ে তারা
মহীরুহ হয়ে ওঠে!

মৃত্যু উপত্যকা
হিন্দোল ভট্টাচার্য

১.
নিহত মুখের দিকে
নিহত দুচোখ ঝুঁকে থাকে

আমার ভূমিকা শধু লাশবাহন, তোরা কোন পথে

আমার ভূমিকা শুধু
রাগে ফেটে পড়া

তারপর একাকী রাস্তা, –ঝোপঝাড়,
কোনও এক ফাঁকে

নিজেরই লাশের পিঠে
নিজেকে বহন

মাটিরও নিঃশ্বাস পড়ে, থেমে যায়–
যতখন তখন!

শোকগাথার অংশ
সুদীপ্ত মাজি

সেই একই রোদ, একই ধূপছায়া, সন্ধেবাতি, জরির পোশাক
একই মাধবীকুঞ্জ, ধবধবে ফরাস পাতা সাজানো ড্রয়িং-এ
সমুদ্রে এলোচুলে খোঁপাবন্ধনের ছলে শঙ্খ ভেসে ওঠে শত শত

সময়ের অনির্বাণ সিগারেট থেকে যত ঝরে পড়া ছাই
ক্রমশ জমিয়ে রাখছো স্মৃতির অন্দরে যদি আরক্তিম পরবাস থেকে
ফিরে আসে, এ আশ্বিনে অবিকল ফিনিক্সের মত

বিশল্যকরণী জানে, মনস্তাপ কতদূর আরোগ্যসম্ভব
বিশীর্ণ কেদারা জানে– শূন্যস্থান পূরণের ছলে
গেয়ে যাওয়া গানে গানে বেড়ে ওঠে অর্বাচীন বেদনা ও ক্ষত

দোতারায় জেগে ওঠে বাউলের মত মন, কী নিঃসীম একা, চন্দ্রাহত...